Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মঙ্গলবার the ৩০ day of মে **, ২০২৩**

Other Suit No. ১২২৩ / ২০২১

মোঃ রফিক গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

অমল নাথ গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১০/৫/১৬ খ্রিঃ, ২৮/০২/১৭ খ্রিঃ, ৩০/৭/১৭ খ্রিঃ, ২৯/১১/১৭ খ্রিঃ, ২০/০৩/১৮ খ্রিঃ, ১০/৬/১৮ খ্রিঃ, ১৫/১০/১৯ খ্রিঃ, ০২/০১/২০ খ্রিঃ, ০৬/০১/২১ খ্রিঃ, ১৪/০৮/২২ খ্রিঃ, ১৮/০৯/২২ খ্রিঃ, ০৮/১১/২২ খ্রিঃ, ০৯/০১/২৩ খ্রিঃ ও ০৯/০৩/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব কবির শেখর নাথ (পিন্টু) Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব কাজী জসিম উদ্দীন Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণা মূলক প্রতিকার পাওয়ার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষ বিগত ২৬/১১/২০০৭ ইং তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ ১ম আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রামে অত্র মামলাটি দায়ের করিলে তা অপর ৬০৩/২০০৭ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় জেলা জজ, চট্টগ্রাম মহোদয়ের বিগত ১৫/০২/২০২১ ইং তারিখের ৬১ নং প্রশাসনিক আদেশের মর্মমতে উক্ত মামলাটি অত্র সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রামে বদলী করা হয় যা অপর ১২২৩/২০২১ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়।

১) **<u>বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,</u>**

তপশীলোক্ত নালিশী সম্পত্তি মজর উল্লার ছিল এবং তৎ মতে আর. এস. জরীপ প্রচারিত আছে। উক্ত মজর উল্লার ঔরষে ও আমিনা খাতুনের গর্ভে মজর উল্লার তিন পুত্র আনু মিঞা, ছন্দু মিঞা, আলতাজ মিঞা এবং রশিদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন রোকেয়া খাতুন নামীয় তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেছিল। আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লার গোরন বিবি নামে ২য় স্ত্রী ছিল। উক্ত মজর উল্লার ঔরষে ২য় স্ত্রী গোরন বিবির গর্ভে মাছুমা খাতুন নামে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লা উক্ত মতে ১ম স্ত্রী আমিনা খাতুন, প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্রও তিন কন্যা এবং ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যা রাখিয়া মৃত্যু বরণ করেন। মজর উল্লার মৃত্যুতে উক্ত স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ মজর উল্লার ত্যাজ্য বিত্তে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় মাছুমা খাতুন লোকান্তরে তৎ স্বত্ব পুত্র কন্যা ২২-২৫ নং বাদীগণ এবং অপর কন্যা রমিজা খাতুন প্রাপ্ত হয়।

২) উক্ত রমিজা খাতুন লোকান্তরে তৎ স্বত্ব তৎ স্বামী, পুত্র কন্যা ২৪-২৭ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লার ১ম স্ত্রী আমিনা খাতুন লোকান্তরে তৎ স্বত্ব ২য় দফায় উল্লেখিত তিন পুত্র তিন কন্যা প্রাপ্ত হয়। উক্ত তিন পুত্রের তিন কন্যা প্রাপ্ত হয়। উক্ত তিন পুত্রের দুই পুত্র আনু মিঞা এবং ছন্দু মিয়া স্বীয় পিতা মাতা হইতে মৌরশি সূত্রে প্রাপ্ত স্বত্বাংশ তৎ বৈধ প্রয়োজনে উচিত পণের বিনিময়ে বিগত ২০/৫/৪১ ইং এর ২০৬১ নং রেজিঃ দলিল মুলে শিকলবাহা সাকিনের আকমদ্দিন মুনদারের পুত্র আজিজ রহমান সরকার ও আহাম্মদ ছফার বরাবরে বিক্রয় করে। আহম্মদ ছফার স্বত্ব খরিদ সূত্রে ৮ নং বিবাদী জহরল হক ভোগ দখলে বলবৎ আছে। উক্ত আজিজুর রহমান মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ২৮-৩৪ নং বাদী এবং কন্যা হোসনে আরা পায়। হোসনে আরা মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র কন্যা এবং স্বামী ৯-১১ নং বিবাদী পায়।

৩) মজর উল্লার পুত্র আলতাজ মিঞা তৎ স্বত্ব কাফিয়া খাতুনের বরাবরে বিক্রয় করেন। উক্ত কাফিয়া খাতুন হতে ১নং বিবাদী খরিদ করেন। আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লার কন্যা রশিদা খাতুন লোকান্তরে তৎ স্বত্ব পুত্র কন্যা ৫-৭ নং বাদী এবং অপর পুত্র মৌলভি মনছুর আহাম্মদ লোকান্তরে তৎ স্বত্ব ৮-১৫ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হন। মজর উল্লার অপর কন্যা রাবেয়া খাতুন প্রাপ্ত স্বত্ব বিগত ১৯/৪/৭৩ ইং তারিখের ২৩৬৫ নং দলিল মুলে ১-৪ নং বাদীর পূর্ববর্তী মোহাং নাজের বরাবর বিক্রয় করেন। মোহাং নাজের মরনে তৎ স্বত্ব ১-৪ নং বাদী প্রাপ্ত হয়।

৪) আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লার অপর কন্যা রোকেয়া খাতুন লোকান্তরে তৎ স্বত্ব পুত্র ১৬-১৮ নং বাদী এবং তাহার অপর পুত্র রশিদ আহাম্মদ লোকান্তরে তৎ স্বত্ব পুত্র কন্যা স্ত্রী ১-২১ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। আহামদ ছফা তাহার খরিদা সম্পত্তি বিগত ২১/৭/২০০৩ ইং তারিখের ৪৬৬৬ নং কবলা মূলে ৩০ নং বাদীর বরাবরে বিক্রি করেন।

৫) এভাবে ১-২৭ নং বাদী নিম্নে ১(ক) তফসিলোক্ত বিরোধীয় দাগে ১৯ শতক ভূমির আন্দর ৮.২১ শতক এবং ২৮-৩৪ নং বাদী ৯ শতক ভূমিতে এবং ৯-১১ নং বিবাদী ০.৫৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার আছেন। নালিশা ১(ক) বন্দে বর্ণিত ভূমিতে বাদীগণ ব্যতিত অন্য কাহারও কোন প্রকার স্বত্ব দখল নাই। সম্প্রতি বাদীগণ উক্ত ভূমি সংক্রান্তে নামজারী জমাভাগ খতিয়ান সৃজন করতে গেলে বি এস খতিয়ান ভুল বিষয়ে জানতে পারেন। পরবর্তীতে বি. এস. খতিয়ানের সি সি কপি সংগ্রহ করে জানতে

পারেন যে বিরোধীয় ভূমি পূর্ববর্তীক্রমে বাদীগণের নামে জরীপ না হয়ে ভুলক্রমে ছন্দু মিঞার নামে ৵ আনা অংশে এবং কাফিয়া খাতুনের নামে ।।. আনা অংশে এবং ১৫-২০ নং বাদীর পূর্ববর্তী রোকেয়া খাতুনের নামে সামান্য /. (এক) আনা অংশে বি. এস. জরীপ পরিমিত হয়। বিবাদীগণ উক্তরূপ ভিত্তিহীন বি. এস. জরীপের অনুবলে ১(ক) বন্দে বর্ণিত ভূমিতে বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করায় বাদীর নির্ম্মল স্বত্বে দারুনভাবে মেঘাবরণ সৃষ্টি হইয়াছে যার প্রেক্ষিতে বাদী অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

৬) **অন্যদিকে ১নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লাহ মরণে তৎ স্বত্ব অন্যান্য ওয়ারিশগণের সহিত তাহার ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র আলতাজ মিয়া প্রাপ্ত হয়। উক্ত আলতাজ মিয়া নালিশী দাগের আন্দর ৩ গন্ডা বা ০৬ শতক ভূমি বিগত ২৪/৪/৫৪ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিযুক্ত ১৫৫১ নং কবলা মূলে কাফিয়া খাতুনের নিকট বিক্রয় করেন। কাফিয়া খাতুনের নামে বি. এস. খতিয়ান হয়। কাফিয়া খাতুন তৎ খরিদা ৩ গন্ডা বা ০৬ শতক ভূমি মাছুমা খাতুনের বরাবরে বিক্রয় করেন। মাছুমা খাতুন পরবর্তীতে উক্ত ভূমি ৬/৬/৮৯ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ২৭৪৩ নং কবলা মূলে অত্র বিবাদীর বরাবরে হস্তান্তর করেন। এই বিবাদী উপরোক্ত মতে খরিদা ভূমিতে স্বত্ববান ও নালিশী নাল জমিতে ধান্যাদি রোপনে ছেদনে ভোগ দখলকার আছেন। এই বিবাদীর উপরোক্ত মতে খরিদা ভূমিতে বাদী কিংবা অন্য কোন বিবাদীর কোনরূপ স্বত্ব কিংবা দখল নাই। বাদীর অত্র মামলা খারিজযোগ্য হয়।

৭) অন্যদিকে ৩/৪নং পক্ষভূক্ত বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, নালিশী তপশীলোক্ত ভূমি মজর উল্লাহর স্বত্ব দখলীয় হয়। তৎ মতে আর. এস. খতিয়ান প্রচার আছে। মজর উল্লাহ মরনে পুত্র আনু মিয়া, ছন্দ মিয়া, আলতাজ মিয়া এবং কন্যা রসিদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন এবং রোকেয়া খাতুন ওয়ারিশ থাকে। উক্ত আনু মিয়া তাহার মৌরশী স্বত্বাংশ গত ১/২/৬৭ ইং তারিখের ৬১৮ নং কবলা মুলে হাজী বদর জমার নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত বদরজমা মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র মোঃ মুছা, মোঃ নাজের এবং কন্যা ৪ নং বিবাদী মাছুমা খাতুন এবং অপর কন্যা মাহফুজা খাতুন প্রাপ্ত হয়। হাজী বদরজ্জমা জীবিত অবস্থায় তৎ খরিদা স্বত্বাংশ বিগত ২৯/৪/১৯৭৮ ইংরেজী তারিখে ৫৩৭১ নং দানপত্র দলিল মুলে ১-৪ নং বাদীগণের বরাবরে দান অর্পন করিলে উক্ত বিষয় বদরজ্জমা মৃত্যুর পর তৎ ওয়ারিশ গণ অবগত হইয়া উক্ত বদরজ্জমার ওয়ারিশ পুত্র মুছা বাদী হইয়া তর্কিত ২৯/৪/৭৮ ইংরেজী তারিখে ৫৩৭১ নং দানপত্র দলিল এবং গত ২/২/৭৯ ইং তারিখের অপর ১০০২ নং অপর একটি দানপত্র দলিল বেআইনী, ফেরবী, অকর্মন্য ঘোষণার জন্য বর্তমান মোকদ্দমার ১/২ নং বাদী এবং অন্যান্যদের বিবাদী করিয়া মাননীয় পটিয়া ১ম সহকারী জজ আদালতে অপর ১৪/১৯৮১ নং মোকদ্দমা আনয়ন করিলে উক্ত মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে শুনানীঅন্তে ২৮/৮/৯৫ ইংরেজী তারিখে রায় ডিক্রী হয়। রায়ে তর্কিত দানপত্র বেআইনী, অকর্মন্য, ফেরবী ঘোষণা করা হয়। উক্ত মোকদ্দমায় প্রচারিত রায় ডিক্রি তৎপর মহামান্য হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বহাল থাকে।

৮) মজর উল্লাহর পুত্র ছন্দ মিয়া মরণে তৎ ওয়ারিশ গন হইতে গত ১৯/২/০৮ ইংরেজী তারিখে ২০৭৪ নং কবলা মুলে ৩নং বিবাদী আহমদ খরিদ করেন এবং ছন্দ মিয়ার অপর কন্যা পারভীন আকতার

হইতে বিগত ৩/৩/০৮ ইংরেজী তারিখে রেজিষ্ট্রিযুক্ত ৩১২১ নং কবরা মুলে ৩নং বিবাদী বজল আহমদ খরিদ করেন এবং স্বত্ববান দখলকার হন। উক্ত মতে ৩নং বিবাদী নালিশী তপশীলের ভূমিতে খরিদসূত্রে এবং ৪নং বিবাদী ওয়ারিশ সূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন। ৩নং বিবাদীর বায়ার পূর্ববর্তী ছন্দ মিয়ার নামে বি. এস. খতিয়ানের রেকর্ড হইয়াছে। ৩/৪ নং বিবাদীগণের নামে ৪০৬৬ নং নামজারী খতিয়ান প্রচার হইয়াছে। এভাবে বিবাদীগণ তাদের স্বত্বীয় ভূমি শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। স্বত্বদখল বিশিষ্ট এই বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীগণ কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

৯) **অত্র বিবাদীগনের অতিরিক্ত বর্ণনার মূল বক্তব্য হলো** ২০/৫/৪১ ইং তারিখের কবলা গ্রহীতা আজিজুর রহমান সরকার ও আহমদ ছফা উক্ত কবলার ১০৬২৭ দাগের ১২ গন্ডা ভোগ দখলে ছিল। কিন্তু অপর দাগের ভূমিতে কোন ভোগ দখলে ছিল না পাই নাই। উক্ত কবলার মোট জমির পরিমান ১১ গন্ডা তিন দাগের আন্দর থাকিলেও উক্ত গ্রহীতাগণ মাত্র একটি দাগে অর্থাৎ ১০৬২৭ দাগের আন্দর ১২ গন্ডা ভোগ দখলে ছিল। উক্ত কবলা গ্রহীতা আহামদ ছফা তৎ স্বত্বাংশ বিগত ২৩/৪/৯৭ ইং তারিখে ১৯৩২ নং কবলা মুলে (১) মোঃ আবদুল হক (২) জহুরল হক পীং মৃত আজিজুর রহমানের নিকট আপোষ মুলে উক্ত ১০৬২৭ দাগে দখল আছে মর্মে ৫ গন্ডা ২ কড়া ভূমি বিক্রী করেন। উক্ত কবলার অন্যান্য দাগের ভূমি কবলা দাতা অর্থাৎ চন্দু মিয়া এবং আনুমিয়ার দখলে থাকায় তাহাদের নামে বি. এস. রেকর্ড চুড়ান্ত হয়। উক্ত বি. এস. রেকর্ডি চন্দু মিয়া মরণে তৎ ওয়ারীশগণ হতে ৩নং বিবাদী বজল আহমদ গত ১৯/২/০৮ ইং তারিখের ২০৭৪ নং কবলা মুলে খরিদ সূত্রে স্বত্ববান হয়। উক্ত কবলায় আজিজুর রহমানের পুত্র আবদুল হক সাক্ষী লিপি করিয়াছেন। উক্ত আর. এস. ১০৬২৭ দাগের সামিল বি. এস. ২০৮২ নং খতিয়ানের ১৫৫৯৫ দাগের।।. অর্থাৎ ১২ গন্ডা ১ কড়া জমি আজিজুর রহমানের নামে জরীপ পরিমিত আছে।

১০) **অন্যদিকে ৫(ক)-৫(ঘ)/৬-৮নং বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করলেও মামলা চলাবস্থায় ১০/০৩/২০২২ ইং তারিখের দরখাস্তযোগে ২৮-৩৪ নং বাদী শ্রেনীভুক্ত হন।**

১১) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে কি না ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১২) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ রফিক (P.W.1); নুরুল আলম (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথাঃ বজল আহাম্মদ (D.W.1), আঃ ছোবহান (D.W.2) কে পরীক্ষা করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ১৪৮৪ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১
২। বি. এস. ১৪৫৪ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২
৩। ১৯/০৪/৭৩ ইংরেজীর ২৩৬৫ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী ৩
৪। ২১/০৫/৪১ ইংরেজীর ২০৬১ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ৪

১৩) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। শিকলবাহা মৌজার আর. এস. ১৪৮৪ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক
২। বি. এস. ১৪৫৪ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী খ
৩। লিভ টু আপীল ১২৮৩/০৬ ইং মামলার ২২/৮/০৭ তারিখের আদেশের কপি	প্রদর্শনী গ
৪। ২৯/৪/৭৮ তারিখের ৫৩৭১ নং দানপত্রের সি. সি.	প্রদর্শনী ঘ
৫। ০২/০২/৭১ তারিখের ১০০২ নং দানপত্রের সি. সি.	প্রদর্শনী ঙ
৬। ০১/০২/৬৭ তারিখের ৬১৮ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী চ
৭। ১৯/০২/২০০৮ তারিখের ২৩৭৪ নং কবলার মূলকপি	প্রদর্শনী ছ
৮। ০৩/০৩/০৮ তারিখের ৩১২১ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী জ
৯। ২৩/০৪/৯৭ তারিখের ১৯৩২ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী ঝ
১০। বি. এস. নামজারী ৪০৬৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ঞ
১১। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী ট

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১৪) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ**

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র

মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

১৫) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজির ১(ক) তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তি বাদীগনের মৌরশী স্বত্বীয় ভূমি হয়। বাদীগণ স্থানীয় তহসিল অফিসে নালিশী জমির খাজনা পরিশোধ করতে গেলে তহসিলদার হতে নালিশী ভূমি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল বিষয়ে জানতে পারেন। পরবর্তীতে ২৯/০৭/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ পূর্বক সম্যক অবগত হগন যে বি এস রেকর্ড বাদীগনের নামে সঠিকভাবে জরিপ পরিমিত না হয়ে ছন্দু মিয়া, কাফিয়া খাতুন ও রোকেয়া খাতুনের নামে ভুল ও ভিত্তিহীনভাবে জরিপ পরিমিত হয়। বিগত ১০/১১/২০০৭ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ২৬/১১/২০০৭ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৬) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ **" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৭) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো। আরজির তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১-২৭ নং বাদীর দাবিকৃত ৮.২১ শতক এবং ২৮-৩৪ নং বাদীর দাবিকৃত ৯ শতক সম্পত্তি আর এস ১৪৮৪ নং খতিয়ানের আর এস ১০৫০৬ দাগের সামিল বি এস ১৪৫৪ নং খতিয়ানের বি এস ১৪৪৪০ নং দাগ অন্তর্ভূক্ত সম্পত্তি হয়।

১৮) উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি মজর উল্লাহর ছিল এবং তার নামে আর এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। P.W.1 কর্তৃক দাখিলকৃত উক্ত আর এস ১৪৮৪ নং খতিয়ানের সি.সি কপি [প্রদর্শনী-১] পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ১০৫০৬ দাগে ১৯ শতক সম্পত্তির একক মালিক ছিল মজির উল্লা। P.W.1 স্বীকৃতমতে মজির উল্লা মরনে তৎ স্বত্ব ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা ও ২য় স্ত্রী গোরন বিবি ও ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা মাসুমা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ফারায়েজ অনুসারে পুত্র আনু মিয়া ৩.৩২ শতক, ছমদু মিয়া ৩.৩২ শতক, আলতাজ মিয়া ৩.৩২ শতক এবং কন্যা রশিদা খাতুন ১.৬৬ শতক, রাবেয়া খাতুন ১.৬৬ শতক, রোকেয়া খাতুন ১.৬৬ শতক ও মাসুমা খাতুন

১.৬৬ শতক ও স্ত্রী গোরন বিবি ২.৩৮ শতক প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। D.W.1 এর জেরা স্বীকৃতমতে গোরন বিবি মরনে তৎ স্বত্ব কন্যা মাসুমা খাতুন পায়। **বাদীপক্ষ কন্যা মাসুমা খাতুন মরনে তৎ স্বত্ব ২২-২৭ নং বাদীগন প্রাপ্ত হন মর্মে দাবি করেন। সুতরাং ২২-২৭ নং বাদীগণ মাসুমা খাতুনের স্বত্বীয় ৪.০৪ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

১৯) বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ২০/৫/৪১ ইং এর ২০৬১ নং দলিল [প্রদর্শনী-৪] হতে প্রতীয়মান হয়, মজির উল্লার পুত্র আনু মিঞা এবং ছন্দু মিয়া তৎ পিতা মাতা হতে প্রাপ্ত ৯ শতক ভূমি উক্ত কবলামুলে আজিজ রহমান সরকার ও আহাম্মদ ছফার বরাবরে বিক্রয় করে। বাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত আজিজুর রহমান মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ২৮-৩৪ নং বাদী এবং কন্যা হোসনে আরা পায়। হোসনে আরা মরণে তাহার স্বত্ব ৯-১১ নং বিবাদী পায়। **সুতরাং ২৮-৩৪ নং বাদী নালিশী দাগে ৩.৯৭ শতক এবং ৯-১১ নং বিবাদী ০.৫৩ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২০) বাদীপক্ষ আহামদ ছফার স্বত্বীয় ভূমি ২১/৭/২০০৩ ইং তারিখের ৪৬৬৬ নং কবলা মূলে ৩০ নং বাদী খরিদের দাবি করেছেন। বাদীপক্ষ উক্ত দলিলের মূল বা সি.সি কপি দাখিল না করলেও নথিতে সামিল থাকা উক্ত ৪৬৬৬ নং কবলার ফটোকপি হতে নালিশী আর এস ১০৫০৬ দাগে আহম্মদ ছফা কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তরের সত্যতা পাওয়া যায়। **সুতরাং ৩০ নং বাদী খরিদসূত্রে আহম্মদ ছফার স্বত্বীয় ৪.৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২১) অপরদিকে বিবাদীপক্ষ আহম্মদ ছফার স্বত্ব ৮ নং বিবাদী খরিদসূত্রে মালিক হবার দাবি করলেও উক্ত ২৩/৪/৯৭ ইং তারিখে ১৯৩২ নং কবলা [প্রদর্শনী-ঝ] পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত কবলামূলে নালিশী ১০৫০৬ দাগে কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়নি। সুতরাং নালিশী দাগে আহম্মদ ছফার স্বত্ব ৮ নং বিবাদী প্রাপ্ত হবার দাবি সঠিক নয় বলে আমি বিবেচনা করি।

২২) বাদীপক্ষের দাবিমতে আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লার কন্যা রশিদা খাতুন লোকান্তরে তৎ স্বত্ব পুত্র, কন্যা ৫-৭ নং বাদী এবং অপর পুত্র মৌলভি মনছুর আহাম্মদ এর ওয়ারীশ ৮-১৫ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। **উক্তমতে ৫-১৫ নং বাদীগন ১.৬৬ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২৩) আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লার অপর কন্যা রাবেয়া খাতুন নালিশী দাগে ১ শতক ভূমি ১৯/৪/৭৩ ইং তারিখের ২৩৬৫ নং দলিল [প্রদর্শনী-৩] মুলে ১-৪ নং বাদীর পূর্ববর্তী মোহাং নাজের বরাবওে হস্তান্তর করেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। **মোহাং নাজের মরনে উক্ত ১ শতক ভূমি ১-৪ নং বাদী প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২৪) বাদীপক্ষের দাবিমতে আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লার কন্যা রোকেয়া খাতুন এর স্বত্বীয় ভূমি তৎ পুত্র ১৬-১৮ নং বাদী এবং অপর পুত্র রশিদ আহাম্মদ এর ওয়ারীশ ১৯-২১ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। **উক্তমতে ১৬-২১ নং বাদীগন ১.৬৬ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২৫) উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে ১-২৭ নং বাদী নিম্নে ১(ক) তফসিলে বর্ণিত বিরোধীয় দাগের ১৯ শতক ভূমির আন্দরে ৮.৩৬ শতক এবং ২৮-৩৪ নং বাদী ৮.৪৭ শতক ভূমিতে এবং ৯-১১ নং বিবাদী ০.৫৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন।

২৬) অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবিমতে আর. এস. রেকর্ডী মজর উল্লার পুত্র আলতাজ মিয়া নালিশী দাগের আন্দর ৩ গন্ডা বা ০৬ শতক ভূমি বিগত ২৪/৪/৫৪ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিযুক্ত ১৫৫১ নং কবলা মূলে কাফিয়া খাতুনের নিকট বিক্রয় করেন। কাফিয়া খাতুনের নামে বি. এস. খতিয়ান হয়। কাফিয়া খাতুন তৎ খরিদা ৩ গন্ডা বা ০৬ শতক ভূমি মাছুমা খাতুনের বরাবরে বিক্রয় করেন। মাছুমা খাতুন পরবর্তীতে উক্ত ভূমি ৬/৬/৮৯ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ২৭৪৩ নং কবলা মূলে অত্র ১ নং বিবাদীর বরাবরে হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় যে ১ নং বিবাদী মজর উল্লার পুত্র আলতাজ মিয়ার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন।

২৭) ৩/৪ নং বিবাদীপক্ষের দাবিমতে মজর উল্লার পুত্র আনু মিয়া তাহার মৌরশী স্বত্বাংশ গত ১/২/৬৭ ইংরেজী তারিখের ৬১৮ নং কবলা মুলে হাজী বদরজজমার নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত বদরজমা মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র মোঃ মুছা, মোঃ নাজের এবং কন্যা ৪ নং বিবাদী মাছুমা খাতুন এবং অপর কন্যা মাহফুজা খাতুন প্রাপ্ত হয়। হাজী বদরজ্জমা জীবিত অবস্থায় তৎ খরিদা স্বত্বাংশ বিগত ২৯/৪/১৯৭৮ ইংরেজী তারিখে ৫৩৭১ নং দানপত্র দলিল মুলে ১-৪ নং বাদীগণের বরাবরে দান অর্পন করিলে উক্ত বিষয় বদরজ্জমা মৃত্যুর পর তৎ ওয়ারিশ গণ অবগত হইয়া উক্ত বদরজ্জমার ওয়ারিশ পুত্র মুছা বাদী হইয়া তর্কিত ২৯/৪/৭৮ ইংরেজী তারিখে ৫৩৭১ নং দানপত্র দলিল এবং গত ২/২/৭৯ ইং তারিখের অপর ১০০২ নং অপর একটি দানপত্র দলিল বেআইনী, ফেরবী, অকর্মন্য ঘোষণার জন্য বর্তমান মোকদ্দমার ১নং বাদী-মোহাম্মদ রফিক এবং ২নং বাদী মোহাম্মদ শফিক এবং অন্যান্যদের বিবাদী করিয়া মাননীয় পটিয়া ১ম সহকারী জজ আদালতে অপর ১৪/১৯৮১ নং মোকদ্দমা আনয়ন করিলে উক্ত মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে শুনানীঅন্তে ২৮/৮/৯৫ ইংরেজী তারিখে রায় ডিক্রী হয়। রায়ে তর্কিত দানপত্র বেআইনী, অকর্মন্য, ফেরবী ঘোষণা করা হয়। উক্ত মোকদ্দমায় প্রচারিত রায় ডিক্রি তৎপর মহামান্য আপীল বিভাগ পর্যন্ত বহাল থাকে। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় Civil Petition for Leave to Appeal No. 1283/2006 মামলার আদেশের কপি প্রদর্শনী-গ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। মজর উল্লার পুত্র আনু মিয়ার স্বত্ব বদরজ্জমা প্রাপ্তির পর তাহার মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশ গণ পায় মর্মে বিবাদীগণ দাবি করেছেন। কিন্তু বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় প্রদর্শনী-৪ হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত আনু মিয়া নালিশী দাগে তাহার স্বত্বীয় ভূমি বিগত ২১/০৫/১৯৪১ ইং তারিখে আজিজার রহমান ও আহম্মদ ছফা বরাবর হস্তান্তর করেন। নালিশী দাগে আনু মিয়ার স্বত্ব পূর্বেই হস্তান্তরিত হওয়ায় ১/২/৬৭ ইংরেজী তারিখের ৬১৮ নং কবলা মুলে হাজী বদরজজমা নালিশী দাগে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেনি বলে আমি বিবেচনা করি।

২৮) আবার মজর উল্লাহর পুত্র ছন্দ মিয়া নালিশী দাগে তাহার স্বত্ব ১৯৪১ সনের কবলা প্রদর্শনী-৪ মূলে হস্তান্তর করায় ছন্দু মিয়া মরণে তৎ ওয়ারিশ গন হতে ১৯/২/০৮ ইংরেজী তারিখে ২০৭৪ নং কবলা [প্রদর্শনী-ছ] মুলে ৩নং বিবাদী বজল আহমদ এবং ছন্দু মিয়ার অপর কন্যা পারভীন আকতার হইতে বিগত ৩/৩/০৮ ইংরেজী তারিখে রেজিষ্ট্রিযুক্ত ৩১২১ নং কবলা [প্রদর্শনী-জ] মুলে ৩ নং বিবাদী বজল আহমদ কোন স্বত্ব অর্জন করেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৯) বিবাদীপক্ষ ৩নং বিবাদী নালিশী তপশীলের ভূমিতে খরিদা স্বত্ব এবং ৪ নং বিবাদী ওয়ারিশ সূত্রে শরিক স্বত্ববান হইয়া ভোগদখলকার থাকাবস্থায় তাদের নামে ৪০৬৬ নং নামজারী খতিয়ান হয় মর্মে দাবি করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় উক্ত ৪০৬৬ নং নামাজরি খতিয়ান [প্রদর্শনী-ঞ] পর্যালোচনায় বজল আহম্মদের নামে নামজারি খতিয়ান হবার সত্যতা থাকলেও উহা বে-আইনী ও ভিত্তিহীন ও সঠিক হয়নি বলে আমি মনে করি।

৩০) বাদীপক্ষের দাখিলীয় উক্ত ২০/০৫/১৯৪১ ইং তারিখের কবলা [প্রদর্শনী-৪] বিষয়ে অত্র বিবাদীপক্ষ কবলা গ্রহীতা আজিজুর রহমান সরকার ও আহমদ ছফা উক্ত কবলার ১০৬২৭ দাগের ১২ গন্ডা ভোগ দখলে থাকার দাবি করেন। নালিশী দাগে কোন ভোগদখল ছিল না মর্মে দাবি করেন। [প্রদর্শনী-৪] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত কবলায় ৩ টি তফসিলের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছিল। বিবাদীর দাবিকৃত ১০৬২৭ দাগে যেমন ১২ শতক ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছে তেমনি নালিশী ১০৫০৬ দাগে ৯ শতক ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছিল। উক্ত দলিলের কোথাও ১০৬২৭ দাগে বিক্রিত ভূমির দখল অপর্নের বিষয় উল্লেখ নেই। সুতরাং ১৯৪১ সনের কবলামূলে শুধুমাত্র ১০৬২৭ দাগের ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছিল মর্মে বিবাদীপক্ষের এমন দাবি সঠিক নয় বলে আমি বিবেচনা করি।

৩১) বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের কেস পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী ১(ক) তফসিলোক্ত আর এস ১০৫০৬ নং দাগ সামিল বি এস ১৪৫৪ নং খতিয়ানের ১৪৪৪০ নং দাগে ১৯ শতক ভূমির আন্দরে মৌরশীসূত্রে ১-২৭ নং বাদী ৮.৩৬ শতক এবং ২৮-৩৪ নং বাদী ৮.৪৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন। ১ নং বিবাদী মজর উল্লার পুত্র আলতাজ মিয়ার স্বত্ব প্রাপ্তির দাবি করেছেন যাহাতে বাদীপক্ষের কোন দাবি নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীগণ আলতাজ মিয়া থেকে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি। মজর উল্লার পুত্র আনু মিয়া ও ছমদু মিয়া ১৯৪১ সনের কবলা মূলে নালিশী ১০৫০৬ দাগে তাদের প্রাপ্তীয় স্বত্বাংশীয় ভূমি হস্তান্তর করায় পরবর্তীতে বিবাদীদের দাবিকৃত বদরজজমা ১/২/৬৭ ইংরেজী তারিখের ৬১৮ নং কবলা মুলে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি। বদরজ্জমা কোন স্বত্ব অর্জন না করায় তৎ ওয়ারীশগন ও কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি। বিবাদীদের দাখিলীয় Civil Petition for Leave to Appeal No. 1283/2006 মামলায় প্রদত্ত আদেশ এর সাথে অত্র মামলার নালিশী সম্পত্তির কোন ধরনের সম্পর্ক নেই। সুতরাং উক্ত আদেশ দ্বারা ১-৪ নং বাদীর বাধ্যবাধকতার বিষয়টি অবান্তর তাছাড়া বাদীগণ উক্ত দুইটি দানপত্র মূলে কোন সম্পত্তি দাবি করেননি। একইভাবে ১৯৪১ সনের কবলামূলে ছমদু মিয়া নালিশী দাগে তৎ স্বত্বাংশীয় ভূমি প্রদর্শনী-৪ মূলে হস্তান্তর করায় ৩ নং বিবাদী বজল আহম্মদ ও তাহার খরিদা ২ কবলামুলে কোন স্বত্ব অর্জন করেননি। একইভাবে ৪ নং বিবাদী ও কোন স্বত্ব অর্জন করেননি। নালিশী দাগে বজল আহম্মদ স্বত্ব অর্জন না করায় বজল আহম্মদের নামীয় নামজারি খতিয়ান বে-আইনী ও ভিত্তিহীন হয় মর্মে বিবেচনা করি। মূলত বাদীগনের দাবিকৃত ভূমিতে বিবাদীদের কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় তফসিলোক্ত নালিশী ১০৫০৬ দাগে বাদীগন ১৬.৮৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩২) বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 এর সাক্ষ্যমতে নালিশী সম্পত্তি তারা পূর্ববর্তীর ধারাবাহিকতায় চিহ্নিতমতে ভোগ দখলে রয়েছেন। নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল হলেও তাদের

ভোগদখলে কখনো কোন বিঘ্ন ঘটেনি। জেরাতে তিনি বলেন নালিশী ভূমি এক খোটা। যাহার উত্তরে ও দক্ষিনে-রফিক (১ নং বাদী), পশ্চিমে- রাস্তা ও পূর্বে-বিবাদী অমল নাথ এর অবস্থান। এই চৌহদ্দিতে সাড়ে ১৮ শতক। P.W.1 এর সাক্ষ্য সমর্থন করে P.W.2 বলেন যে নালিশী সম্পত্তি নাল ভূমি যাহা বাদী দখল করে। বিবাদীগনের কোন দখল সেখানে নেই। জেরাতে তিনি আত্ববিশ্বাসের সহিত বলেন যে তিনি তার বুদ্ধি হবার পর থেকে বাদী কে দখল করতে দেখছেন। তিনি নালিশী ভূমি ভূমি নাল এবং P.W.1 এর মত অনুরুপ চৌহদ্দি বলেন।

৩৩) অপরদিকে দখল বিষয়ে বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.1 ঢালাওভাবে বলেন বাদী কোন সম্পত্তি দখল করে না তবে কিছু সম্পত্তিতে তিনি দখলে আছেন। ১৯ শতকের মধ্যে তিনি ৭ কড়া দখল করেন। D.W.2 বলেন যে ৩/৪ নং বিবাদী ২ গন্ডা ১ কড়া ভূমি দখল করে। জেরাতে আবার সাড়ে ৯ গন্ডা ভূমির মধ্যে কে কতটুকু দখল করে তা বলতে পারবেন না মর্মে বলেন। D.W.2 নালিশী জমির চৌহদ্দি বিষয়ে বলেন নালিশী জমির উত্তর ও দক্ষিনে-বাদীরা পূর্বে- ১ নং বিবাদী এবং পশ্চিমে-রাস্তা অবস্থিত হয়।

৩৪) দখল বিষয়ে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের দখল থাকাকে সমর্থন করে P.W.1 ও P.W.2 অভিন্ন সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাদের দুজনের বক্তব্য আমার নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয়েছে। তারা নালিশী সম্পত্তির যে চৌহদ্দি বলেছেন বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.2 তা অনুসমর্থন করেছেন। D.W.2 নালিশী সাড়ে ১৮ শতক ভূমির মধ্যে কে কতটুকু দখল করে তা বলতে পারবেন না মর্মে বলেন। আবার D.W.1 এর স্বীকৃতমতে ১৯ শতক সম্পত্তি মধ্যে তাহার ৭ কড়া বা ৩.৫ শতক সম্পত্তি। সুতরাং বাকি সম্পত্তিতে যে বাদীগণ দখল করেন উহাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি উক্ত ভূমিতে বাদী ছাড়া অন্য কেউ দখল করত তবে অবশ্যই সেই নাম প্রকাশ পেতো। ইহা হতে নালিশী জমি বাদীর দখল থাকা বিষয়ে ইতিবাচক অনুমান আসে। বাদীপক্ষের সাক্ষীগনের বক্তব্য পর্যালোচনায় স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, নালিশী জমি ভুল বি এস জরিপ হলেও বর্তমানে বাদীপক্ষ ভোগদখলে আছেন। সার্বিক বিবেচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল রহিয়াছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩৫) বাদীপক্ষের দাখিলী বি এস ১৪৫৪ নং খতিয়ানের সি.সি **[প্রদর্শনী-২]** হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ১০৫০৬ দাগ বি এস জরিপে বি এস ১৪৪৪০ নং দাগে রুপান্তরিত হয়েছে। আর এস ও বি এস দাগে জমির পরিমান ১৯ শতক সঠিক রয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনা দৃষ্টে নালিশী আর এস ১০৫০৬ দাগে বাদীগণ ১৬.৮৩ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান হলেও নালিশী বি এস ১৪৫৪ নং খতিয়ানে বাদীগনের নামে শুদ্ধরুপে জরিপ পরিমিত না হয়ে ছন্দু মিয়া . কাফিয়া খাতুন ও রোকেয়া খাতুনের নামে ভুলক্রমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস - ১৪৫৪ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৩৬) বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ **" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"**

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ

হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১/৩/৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে আংশিক ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ১৭.২১ শতক ভুমি মধ্যে ১৬.৮৩ শতক ভূমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্টে বি এস ১৪৫৪ নং খতিয়ানে বাদীগনের নামে শুদ্ধরুপে জরিপ পরিমিত না হয়ে ছন্দু মিয়া ,কাফিয়া খাতুন ও রোকেয়া খাতুনের নামে ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

এছাড়া বাদীগণ উক্ত ভূমি সম্পর্কে পৃথক নামজারি খতিয়ান খোলার অধিকারী হইবেন।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।